দৈনিক বাংলা

তথ্য-নির্ভর ইতিহাস চাই

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট লেখক কয়েক বছর আগে একটি মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি এক প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'যারা বায়ান্নের সংগ্রামী ইতিহাস সম্পর্কে স্মৃতিচারণা বা তথ্যমূলক প্রবন্ধ রচনা করেন, তাদের কাছে অনুরোধ ঝাপসা স্মৃতির ওপর নির্ভর করে ভুল তথ্য পরিবেশন করবেন না। তার ফলাফল জাতীয় প্রেক্ষিতে বিভ্রান্তিকর এবং মারাত্মক।'

বায়ান্নের ঐতিহাসিক ঘটনার পর ছাব্বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সময়ের হিসাবে একুশের অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা একেবারে সুদূর অতীতের ব্যাপার নয়। উনিশশ বায়ান্ন সালের পর সিকি শতাব্দীকাল সময় মাত্র পার হয়েছে, যদিও ঘটনার তাৎপর্যে এবং গুরুত্বে তা ইতিহাসের মহিমা অর্জন করেছে। গত পঁচিশ বছর ধরে প্রতি বছরই একুশে ফেব্রুয়ারীতে শহীদদের স্মরণ উপলক্ষে ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং এ দেশের মানুষের জাতিসত্তার উদ্বোধনে এর ব্যাপক ও গভীর অবদানের কথা উল্লিখিত হয়ে আসছে। বরাবরের মতো এ বছরও মহান একুশ উদ্‌যাপিত হয়েছে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে। শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সাথে সাথে নতুন করে তুলে ধরা হয়েছে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

কালের হিসাবে খুব দীর্ঘদিনের ব্যাপার না হলেও, এদেশের মানুষের আত্ম-আবিষ্কার, আত্মজাগৃতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ঘটনাবহুলতা এই স্বল্পকালীন সময়ের তাৎপর্যকে মহীয়ান করে তুলেছে। বায়ান্নের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং এ দেশের মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটেছে বহু স্মরণীয় ঘটনা। বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং শহীদদের আত্মদানের রক্তরাঙা পথ বেয়ে এদেশের মানুষের যে স্বাধিকার চেতনার উন্মেষ ও সংগ্রামী অগ্রযাত্রার শুরু, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পতাকা উত্তোলন তারই এক গৌরবময় পরিণতি।

বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন ঐতিহাসিক তাৎপর্যমন্ডিত ও ঘটনাবহুল হওয়া সত্ত্বেও গত ছাব্বিশ বছরেও এর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়নি। এদেশের মানুষের আত্মজাগৃতির অনন্য উৎস ও প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারীর ইতিহাস রচিত হয়েছে খন্ড বিচ্ছিন্নভাবে। এইসব খন্ড বিচ্ছিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রশংসনীয় প্রয়াস অবশ্যই হয়েছে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও, ঐতিহাসিক পটভূমিতে অতীতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পটভূমিতে ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও তেমন লিখিত হয়নি। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত অধিকাংশ রচনাই প্রধানত স্মৃতি-নির্ভর।

বলা বাহুল্য, স্মৃতি নির্ভর রচনা সঙ্গত কারণেই একেবারে তথ্যভিত্তিক ও যথাযথ হওয়া কঠিন, কেননা, স্মৃতি স্বভাবধর্মেই কিছুটা প্রতারক এবং ঝাপসা হয়ে যাওয়ার দিকেই তার প্রবণতা। এ কারণেই, স্মৃতিচারণার সময়েও যথা সম্ভব তথ্য নির্ভর হওয়ার চেষ্টা করা দরকার, বিশেষ করে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারীর মতো ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতিচারণায়। স্মৃতি নির্ভর রচনাও অবশ্য একেবারে নিরর্থক নয়, কেননা, এ জাতীয় রচনাও অনেক ক্ষেত্রেই তথ্য ভিত্তিক রচনার পটভূমি তৈরি করে ঐতিহাসিক গবেষককে মাল-মশলা জোগায়, তাকে যথার্থতা এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। তবুও, স্মৃতি যদি একান্তরূপেই স্মৃতি-নির্ভর হয় এবং বাস্তব ঘটনার সাথে তার আদৌ কোনো সম্পর্ক না থাকে, তা হলে অবশ্যই তা বিভ্রান্তিকর এবং মারাত্মক হতে বাধ্য।

স্মৃতি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারক বলেই, ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিচারণার সময়েও প্রত্যেকের উচিত যথা সম্ভব তথ্য নির্ভর হবার চেষ্টা করা। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে, উদ্যোগের ন্যূনতার দরুন, এবং অনেকটা 'দায়সারা-গোছের' কাজ করার প্রবণতার ফলে, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরার ব্যাপারেও অনেক ক্ষেত্রে ভুল তথ্য পরিবেশন এবং মনগড়া ভুল ব্যাখ্যা দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই এই প্রবণতা পরিহার করা আবশ্যক।

স্মৃতিচারণমূলক রচনার সীমাবদ্ধতা আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করি বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে যেসব স্মৃতিচারণমূলক ও স্মৃতিনির্ভর রচনা প্রকাশিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার একটির সাথে আরেকটির তথ্য তত্ত্বের তেমন মিল থাকে না। প্রধানত স্মৃতির ওপর নির্ভর করে এই ঐতিহাসিক ঘটনাকেও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করেন বলেই এমনটি হয়ে থাকে। দৃষ্টিকোণের পার্থক্য থাকা অবশ্যই স্বাভাবিক, কিন্তু তথ্য তত্ত্বের স্মৃতি নির্ভর কিংবা মনগড়া উপস্থাপনা কিছুতেই সমর্থনীয় নয়। এর প্রত্যেকটি যথাযথভাবে যাচাই করে নিয়ে সঠিকরূপে তুলে ধরাই বাঞ্ছনীয়। আমার কথা, নিছক স্মৃতি নির্ভর রচনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অনেকেই সচেতন হয়েছেন। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় যারা স্মৃতি নির্ভর রচনার ওপর অনেকক্ষেত্রে নির্ভর করেছেন, তারাও অনেকেই এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় স্মৃতিচারণা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভিত্তিক রচনা এবং অন্যবিধ তথ্য-তত্ত্ব ও দলিল দস্তাবেজ অবশ্যই সাহায্য করবে, কিন্তু সে সবের নির্ভুলতাও যথাসম্ভব যাচাই করে নিতে হবে। আর এ ব্যাপারে অন্যতম প্রধান অবলম্বন হলো সমকালীন পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা ও বইপত্র। এ সত্য কে না জানেন যে, দেশ ও জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায়—এক কথায় বলতে গেলে জাতির সামগ্রিক সত্তার পরিচয় উদ্‌ঘাটনে সাময়িক একটি প্রধান অবলম্বন। ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় ঘটনা সঙ্গত কারণেই সমকালীন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে, পুস্তিকায়, বইপত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। অতএব, ভাষা আন্দোলনের যথা সম্ভব তথ্যনির্ভর ও নির্ভুল ইতিহাস রচনার জন্যেও তথ্যানুসন্ধানী গবেষকদের সে সবের দ্বারস্থ হতে হবে, সংগ্রহ করতে হবে সাময়িকপত্রের অবয়বে বিধৃত তথ্যালেখ্য।

তবে এ কাজেও সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, বজায় রাখতে হবে যথা সম্ভব সত্যসন্ধের নিরপেক্ষ দৃষ্টি। কেননা একই সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও সব সময় এক ও অভিন্ন তথ্যালেখ্য বিধৃত হয় না, পরিবেশিত হয় না একই তথ্য তত্ত্ব, এমন কি ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার দরুন ভিন্নরূপ প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তবুও, ঘটনার গুরুত্বে, এবং অনিবার্যতার কারণেই সংবাদপত্রে, সমকালীন সাময়িকীতে মোটামুটিভাবে একটা মূল সত্য ধরা পড়ে। অনুসন্ধানী গবেষক ঐতিহাসিকের দায়িত্ব হলো এইসব তথ্য সংগ্রহ, সংকলনও লিপিবদ্ধ করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে সমন্বিত করা, তারই মধ্য থেকে আসল ও সত্য ঘটনাকে তুলে ধরা। এবারের একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে প্রকাশিত কিছু কিছু রচনায় বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলী তুলে ধরার ক্ষেত্রে সমকালীন সংবাদপত্রের ওপর নির্ভরশীলতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। এ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

পুরানো সংবাদপত্র, সাময়িকী ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার ফাইল সংগ্রহ করা সহজ নয়, অনেক কিছুই দীর্ঘদিনের অযত্নে অবহেলায় নষ্ট হয়ে গেছে, তবুও, অনুসন্ধিৎসু পরিশ্রমী আর অধ্যবসায়ী হলো যে পুরানো পত্র-পত্রিকা ঘেঁটেও অনেক তথ্য-তত্ত্ব বের করা যায়, তার নজির কেউ কেউ ইতিমধ্যেই স্থাপন করেছেন। অতীতে পাকিস্তানী আমলে নানা কারণে সব তথ্য-তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন এবং সে সবের নিঃসঙ্কোচ পরিবেশন সম্ভব ছিল না, কিন্তু স্বাধীনতার পর সে বাধা অপসারিত হয়েছে, অতএব ভাষা আন্দোলনের ব্যাপক ভিত্তিক ইতিহাস রচনার দ্বার এখন অবারিত হওয়া উচিত। গত দুই যুগে নানা অসুবিধার মধ্যেও যারা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেছেন, অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, তাদের মহতী প্রয়াস অবশ্যই ভিত্তিভূমির কাজ করবে, এবং তার ওপরই স্থাপন করতে হবে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, যথাযথ ইতিহাস, নির্ভুল ইতিহাস, এবং এ কাজে সত্যের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিতে হবে প্রতিটি তথ্য ও ঘটনার সত্যাসত্য। প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে 'ঝাপসা স্মৃতির ওপর নির্ভর করে ভুল তথ্য পরিবেশন করলে তার ফলাফল হবে জাতীয় প্রেক্ষিতে বিভ্রান্তিকর এবং মারাত্মক।'

—পর্যবেক্ষক